পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নামঃ দেবস্মিতা নন্দ

বিভাগঃ সমাজতত্ত্ব

সেমিস্টারঃ ষষ্ঠ

পেপারঃ DSE 4-T

ক্রমিক সংখ্যাঃ ১১১৬১১৬-২০০২১৬

রেজিস্ট্রেশান নংঃ ১১৬০০৪৩(২০২০-২০২১)

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র

(Declaration letter)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, “পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা শীর্ষক যে যে অনুসন্ধান মূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি যা সমাজ তত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা শিদ্ধ করে।এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ আমি অধ্যাপক ডঃ হাসিবুল রহমান স্যারের অধীনে সম্পন্ন করেছি। সঙ্গে আমি আরো ঘোষণা করেছি যে এই আসন্ন কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক গুচ্ছ। এই কাজটি আমি আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে অতীতের কথা উপস্থাপন করিনি, এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

অধ্যক্ষকের স্বাক্ষর

(Signeture of the Supervisa)

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

(signature of the Canddate)

সূচিপত্র (Tabel of Content)

	কৃতজ্ঞতা স্বীকার(Acknowledgement)	(I)
অধ্যায়	অধ্যায় নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	১) ভূমিকা (Introduction)	1-4
	ক) সামাজিক সমস্যা	1-2
	খ) সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ	2-3
	গ) পনপ্রথা সংজ্ঞা	3
	ঘ) পনপ্রথার ইতিহাস	3-4
	ঙ) পনপ্রথার বৈশিষ্ঠ্য	4
	১.১)বিষয়নির্বাচন (Statement of the problem)	5-6
	১.২) পুস্তক পর্যালোচনা (Review of literature)	7-10
	১.৩) গবেষণার উদ্দেশ্যে(Objective of the study)	11
	১.৪) গবেষণালব্ধ পদ্ধতি(Research methodology)	12-14
	১.৫) অসুবিধা (Limitation)	15-16
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of data)	17-29
তৃতীয় অধ্যায়	জীবন বৃত্তি (Case study)	30-50
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclution)	51-56
	পরিশিষ্ট (Appendix)	57-62
	সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি (Reference)	63

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(ACKNOWLEDGEMENT)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই গবেষণা পত্র। এই ক্ষুদ্র গবেষণা মূলক একটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদের কে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ড. পীযূষ কান্তি ত্রিপাঠি মহাশয় কে। যাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আরো একজন মহাশয় কে তিনি হলেন বিভাগীয় প্রধান ড.হাসিবুল রহমান স্যার কে। যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করেছি। সেই সঙ্গে ধান্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষিকা ড. অন্যন্যা চ্যাটার্জী ও মৌতান রায় মহাশয়া কে। সমীক্ষা ও গবেষণার কার্যে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পিতা-মাতা ও পরিবারের সকল সদস্যদের যারা এই গবেষণাটি গড়ে তুলতে মনোবল ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এনাদের প্রত্যেকের সাহায্য ছাড়াই এই গবেষণাটি রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা আশ্রমের সেই সকল ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের থাকা-খাওয়া ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণ কে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।তাদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই তাদের,যাদের বই দেখে আমরা আমাদের এই পণপ্রথা সম্পর্কে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি বা করতে সফল হয়েছি। ধন্যবাদ জানাই আমার সকল বন্ধু-বান্ধবীদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

তারিখ:

স্থান:

ইতি

দেবস্মিতা নন্দ

ষষ্ঠসেমিষ্টার,সমাজতত্ত্ব বিভাগ

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mis. Ajmira khatun, Semester:-Six, Roll No:- 1116116-200207 has done intersive field work at Muradpur Village, Chandipur,Purba Medinipur under my supervision.

DR. HASIBUL RAHAMAN
Depertment of Sociology
Haldia Govt. College

প্রথম অধ্যায়

১.ভূমিকা(Introdution):-

পণপ্রথাই হল হৃদয়হীন সমাজের সেই নির্লজ্জ নারীপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার। এই নির্মম প্রথার পাষাণ ফলকে লেখা আছে-

"কত নারীর অশ্রুত করুণকাহিনী,

কত বেদনার নিষ্ঠুর ইতিহাস,

কত দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুপাত,"

এই নির্দয় অত্যাচারে কত জীবন মৃত্যুর মধ্যে পেয়েছে চিরশান্তি। কত নারীর সুখের সংসার হয়েছে ছারখার। বর্তমানের বিজ্ঞান উজ্জ্বল দিনে সর্বপ্রকারের মানবতা বিরোধী বন্ধন মুক্তির আলোকিত বিশাল প্রান্তরে আজও কত নিরুপমাদের চিতা জ্বলছে। এখনো কত স্নেহলতারা আত্মাহুতি দেয় সেই আগুনে।

অনেক সময় দেখা যায় পণ নেওয়ার পরও মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীতা হন। তাদের স্ত্রী ধন কেড়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের নিজস্ব গহনা পত্র শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেড়ে নেয়। এই পরিস্থিতিতে আইন সাহায্য নেওয়ার আগে সর্বাগ্রে মাথায় রাখতে হবে, স্ত্রীধনের উপর শ্বশুরবাড়ির ন্যায্যত কোন ও অধিকার নেই।পণজনিত মৃত্যু হলে শুধু জিডি বা জেনারেল ডায়রি ককরলে হবে না। রীতিমতো ফাস্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা FIR দাখিল করতে হবে। সেই FIR এর মাধ্যমে পুলিশ মামলা শুরু করতে বাধ্য।

A. সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা:-

সমাজ সৃষ্টির পর থেকেই সমাজ সদস্যরা সামাজিক সমস্যা অনুভব করছে। এ সমস্যা সমাজের মধ্য হতেই সৃষ্টি হয়। এটি এক ধরনের সামাজিক অবস্থা। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কারণেই এটি সৃষ্টি হয়, আবার সমাজের মানুষই এ সমস্যা মোকাবেলায় সামর্থ হয়। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন। কোন একটি সংজ্ঞাকে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বলা যাবে না।

হর্টন ও লেসলি বলেছেন যে,"সামাজিক সমস্যা হল এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সংঘবদ্ধভাবে যা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।"

ড্রাইডেন উল্লেখ করেছেন , "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বুঝায় যা চাপ,উত্তেজনা,দ্বন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।"

সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে,সামাজিক সমস্যা হল এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিস্থিতি যা অধিকাংশ সমাজবাসীর ওপর চাপ,উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব,হতাশা ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে; তবে সদস্যরা এ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। সামাজিক সমস্যা আবার প্রাকৃতিক সমস্যা, শারীরিক , ভৌগোলিক সমস্যা ইত্যাদি হতে আলাদা।যেমন- জনসংখ্যাবৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা।এটি ঝড়-বন্যা,ক্যান্সার-ডায়াবেটিস অথবা নদী-ভাঙ্গন-ধরা হতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সমস্যা।

B. সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ:-

'ক্লারেন্স মার্শাল' সামাজিক সমস্যার উৎস প্রসঙ্গে চার ধরনের রূপের উল্লেখ করেছেন। যথা ----

i)প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যেগুলি উদ্‌ভূত।

ii)যেগুলি জনসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিন্যাসের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত থাকে।

iii)যেগুলি উৎস ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের জন্য।

iv)সমাজের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ফলে যেগুলি সৃষ্টি হয়।

"ফ্যুলার এবং মাইয়ার্স" সামাজিক সমস্যা তিন ধরনের বলে উল্লেখ করেছেন। যথা-

(i) প্রাকৃতিক সমস্যা:-

যদি এই সমস্যাগুলি সমাজকে প্রভাবিত করে তবু এর কারণসমূহ

মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। যেমন:-বন্যা বা খড়া।

(ii) উন্নতি সাধক সমস্যা:-

এই সমস্যা গুলির প্রভাব সম্বন্ধে ঐক্যমত থাকলেও এর সমাধান সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে। যেমন:- অপরাধ , দারিদ্র্য এবং মাদকাসক্তি।

(iii) নীতিগত সমস্যা:-

এই সমস্যা প্রকৃতি ও কারণ সম্বন্ধে কোন ঐক্যমত নেই। যেমন:- জুয়াখেলা বা বিবাহবিচ্ছেদ ।

C.পণপ্রথার সংজ্ঞা:-

সাধারণ অর্থে পণপ্রথাকে যৌতুক বলা হয় এই যৌতুক বা পণ হল কন্যার বিবাহে পিতা-মাতার সম্পত্তির হস্তান্তর প্রক্রিয়া। 'যু' ধাতু থেকে নিসপণ্য 'যুত' শব্দের অর্থ যুক্ত; বুৎপত্তিগত অর্থ হলো, পাত্র পাত্রীর যুক্ত হওয়ার সময়ে অর্থাৎ বিয়ের সময় পাত্রীর জন্য যা কিছু মূল্যবান সামগ্রী দেওয়া হয়, তা হল যৌতুক। এবং আর ও বলা যায় যৌতুক বলতে বিয়ের সময় বরকে কনের অভিভাবক কর্তৃক প্রদেয় অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রীকে বুঝায়। এছাড়া বর কনের আত্মীয়, অভ্যাগত অতিথিরা সাধারণত স্বেচ্ছায় নব দম্পতিকে দিয়ে থাকেন যা তারা তাদের নতুন সংসারের সুবিধামত ব্যবহার করতে পারে। হিন্দু আইনে যৌতুককে নারীর সম্পত্তির উৎস বলা হয় ।

পণ প্রথাকে দুটি আলাদা ভাগে ভাগ করা যায়। তাই সেই অনুযায়ী 'পণ' হল একটি সাধারন পরিবারের বিবাহের সময় যদি ছেলে পক্ষ নিজেদের স্বার্থে ও কল্যাণে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে কিছু উপহার, উপঢৌকন, টাকা, সম্পত্তি, ইত্যাদি জোরপূর্বক চেয়ে বসে, সেটাই হল পণ বা যৌতুক।

আর বর্তমান সমাজে এটা একটা সংস্কার হয়ে উঠেছে এই সংস্কার বা প্রথাই হলো পণপ্রথা।

D. পণপ্রথার ইতিহাস:-

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উঠে আসে, প্রাচীনকালে ব্যাবলনীয় সভ্যতা, গ্রীক সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, পণপ্রথার বিশেষ বিস্তার ছিল।

মনুষ্য জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান। ব্যাক্তি

ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ সাধন-ই এর মূল উদ্দেশ্য। আর পণ প্রথা হলো হৃদয়হীন সমাজের নির্লজ্জ নারী পীড়ণের অন্যতম হাতিয়ার। নারীর এই অধিকার হরণের চিত্র সর্বযুগের নয়। এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় আছে ঋক বেদে কক্ষীবাণের কন্যা সম্প্রদানের ঘটনায়, মহাভারতে সুভ্রুত উপাখ্যানে। আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলিন্য প্রথার ফলে কুলীন পাত্রের চাহিদা বিয়ের বাজারে বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকম। কন্যা অরক্ষণীয়া হওয়ার আগে পাত্রস্ত করে সামাজিক নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতেন পিতা-মাতা। মোটা অর্থাৎ প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছাতনা তলায় টোপর মাথায় দাঁড়াতেন কুলিন বংশীয় তনয়। এ হলো আমাদের পণ ও যৌতুক প্রথার ইতিহাস।

E.পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য:-

পণ প্রথার পরিবর্তে যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে প্রবেশ করে সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সচেতন জনগণকে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এবং এই প্রথার বৈশিষ্ট্য গুলি হল—

(i) বিবাহের প্রকৃতি এবং পনের প্রকৃতি বিচার করা।

(ii) সামাজিক সমস্যা হিসেবে পণ্য সম্পর্কে এর ধারণা জানা।

(iii) পরিবারের অর্থনীতির ওপর পণের প্রভাব জানা।

(iv) সমাজের বিবাহের পণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

(v) পণের পরিবর্তে রূপ সম্পর্কে জানা।

(vi) মেয়েরা তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং তার সাথে পণপ্রথার সম্পর্কে কি তা জানা।

(vii) আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যা তা সম্পর্কে জানা।

১.১| বিষয় নির্বাচন(Statement of the problem)

ভারতে একাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এই পণপ্রথা নেই বললেই চলে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা গুলির মধ্যে আমাদের সমাজে অনেক সামাজিক সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা হল প্রণপ্রথা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার কয়েক বছর পর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে এসে ভারতের ভূমি প্রথায় বিশেষ পরিবর্তন আনেন। তিনিই প্রথম শুরু করেন জমিদার প্রথা ও বংশগত ভূমি ভাগের কথা। অর্থাৎ কোন জমিদার মৃত্যু পরবর্তী উত্তর তার সমস্ত সম্পত্তি তার পুত্র সন্তানরা পাবেন, কিন্তু পাবেনা কন্যা সন্তান বর্গ। ফলে, কন্যার বিবাহের পর তার স্বামী বা স্বামীর পরিবার তার উপর বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করে পিতার সম্পত্তির অল্পস্বল্প ভাগীদার হতে থাকে। এই লোভ আসতে আসতে একটা প্রথায় পরিণত হয়। এভাবেই পণপ্রথার উদ্ভব ঘটে, এই পণপ্রথা সম্পর্কে কোনো কথা শুনলে আমাদের মনে এখনো কিছু কথা ভেসে ওঠে। সেগুলি হল– এই পণপ্রথা এখনো কেন ঠিক রয়েছে? কি কারণে রয়েছে? এর ফলাফল মানুষের সমাজে কিভাবে প্রভাব পড়ে? ফলে আমাদের সম্পর্ক গুলো কি ধরনের হয়েছে? ইত্যাদি। এইগুলো জানার জন্য আমি এই বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি। অর্থাৎ এই বিষয় নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য হল– এই প্রথা সমাজে বিশেষভাবে বিস্তারিত করে। সেগুলি হল–

a) এই প্রথা থেকে বাঁচতে বা যাতে তাদের কন্যা সন্তানদের জমির পরিমাণ না দিতে হয়। সেই জন্য মহিলাদের উপর বিশেষ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

b) কন্যা সন্তান না নেওয়ার জন্য মহিলাদের উপর প্রচন্ড পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করা। এবং কোন কোন জায়গায় এও শোনা যায় কন্যা সন্তান হলে তাকে কোথাও ফেলে আসা।

c) এর ফলে sex ratio ক্রমশ বাড়তেই থাকে । পুত্র:কন্যা এটার অনুপাতের বিঘ্ন ঘটে। ভারতে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তান 60 মিলিয়ন এর অধিক, তার অন্যতম কারণ এই পণপ্রথা।

d) এই পণপ্রথার জন্য বর্তমানে বিবাহ ব্যবস্থাটা অনেকটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অধিক সম্পত্তির মালিকানার কন্যা সন্তানের বিবাহ হতে সময় না লাগলেও, গরিবের কন্যা সন্তানের বিবাহ হতে যথেষ্ট কষ্ট হয়।

❖ বর্তমান পরিস্থিতি:-

বর্তমানে বহু মহিলা এই জঘন্য প্রথার শিকার হয়ে প্রাণ হারায়। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রতি 60 মিনিটে একজন ভারতীয় মহিলা এই প্রথার স্বিকার হয়ে মারা যায়। এবং বর্তমান সমাজে এটা একটা সংস্কার হয়ে উঠেছে।

❖ আইনগত ব্যবস্থা:-

পণপ্রথা যেমন ব্যাক্তি মহলে আলোচ্য বিষয় তেমনি সরকার মহলে ও এর বিস্তর প্রভাব রয়েছে। ১৯৬১ সালের ১লা জুলাই প্রথম **'Dowry prohibition act'** চালু করা হয়। এই act এর **IPC (Indian Penal Code)**বিভিন্ন ধারা রয়েছে—

1. **IPC-sec 498/A-** অর্থাৎ ধারা ৪৯৮/এ অনুযায়ী জোরপূর্বক পন নেওয়ার যাবৎজীবন শ্রসম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
2. **IPC-sec 304/B-**অর্থাৎ ৩০৪/বি ধারা অনুযায়ী ও যাবৎকালের কারাদণ্ড দেওয়া হবে।
3. **IPC-sec 406-**অর্থাৎ ৪০৬ ধারা অনুযায়ী পন নিলে তিন বছর জেল ও পর্যাপ্ত পরিমাণ জরিমানা নেওয়া হয়।

১.২| পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature)

a. সাউ ড: শচীনন্দন,স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি:একটি পর্যালোচনা।

b. চৌধুরী অনিরুদ্ধ,2000ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে।

c. ভারত সরকার ভারতের জনগণনা 2001।

d. অনাদিকুমার মহাপাত্র,2006, ভারতের সামাজিক সমস্যা।

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম 'পণপ্রথা'। এটি অতপ্রাত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রকৃয়াটির সাথে। মনুষ্য সমাজে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের যৌনজীবন কে নিয়ন্ত্রনের জন্য। এটি আবার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সাথে খুব নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এককথায় বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। এই বিবাহ প্রকৃয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও গঠন সমাজে পরিবর্তিত হতে পারে। আর এই বিবাহ নামটির আগমনের সাথে সাথে পণপ্রথা বা যৌতুক শব্দটির আগমন ঘটে। এই পণপ্রথার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নয়, তবুও দেখা যায় যে কণ্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমানে পণ দান করেন। এর কারন হিসাবে সমাজ বিজ্ঞানীগন মনে করেন যে, কণ্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরনের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরন হিসেবে রাজপুত সম্প্রদায়র কথা বলা যায়;যারা বিবাহর পর পণস্বরুপ বহু পরিমান যৌতুক দান করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের পণদান ও গ্রহণ আইনি স্বীকৃত না হলেও সমাজে স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরেই নয় ভারতের খ্রিস্টান ধর্মেও এই প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পণদান করে।

পণপ্রথা আমাদের সমাজে একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে এবং এটি একটি জলন্ত বিষয়।বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারও এই প্রথার

প্রচলনে দেখত পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পণপ্রথা। আমরা যদি আমাদের সমাজে এক কিছুটা বেরিয়ে বহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাবো যে সেখানে পণপ্রথার অস্থিত্বই নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছেও আমরা আন্যান্য দেশে থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তাভাবনার কোনো বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই দিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই।

FALSE CASES OF DOWRY & SEXUAL HARASSMENT

False Dowry Harassment Cases				False Sexual Harassment Cases			
States	**2011**	**2012**	**2013**	**States**	**2011**	**2012**	**2013**
Rajasthan	5,494	6,241	6,615	Andhra Pradesh	288	228	324
Andhra Pradesh	1,745	1,049	1,157	Haryana	17	16	31
Haryana	685	834	982	Kerala	18	16	11
Assam	655	376	83	Maharashtra	15	7	22
Bihar	141	570	695	Odisha	8	15	19
All India	**10,193**	**10,235**	**10,864**	All India	**386**	**339**	**482**
Total cases Investigated	92,610	1,03,848	1,12,058	Total cases Investigated	8,420	8,601	11,869

অর্থাৎ এই পণপ্রথা হলো নারী হত্যার অন্যতম পথস্বরূপ। এই পণ প্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা এই প্রথা সংক্রান্ত যন্ত্রনায় বেশি ভুগছে, 'নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের থেকে। অন্যথায় এই পণপ্রথার স্বীকার হয়ে থাকে এরকম মহিলাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলারা। যাদের বয়স হয় ২১-২৪ বছর। তারা শারিরীক ও মানসিক কোনো ভাবেই সাবলম্বী নয়। এই মহিলারা যারা পণপ্রথায় বলি হয়ে থাকে তারা তাদের মৃত্যুর আগে বহু অমানবিক অত্যাচারের স্বীকার হয়ে থাকে। যেমন গায়ে আগুন দেওয়া, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি। সবশেষে বলতে পারি যে, এই পণপ্রথায় বলি মহিলাদের পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

পণপ্রথার লেনদেন আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে, অনেকে মনে করে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি। কে কতটা পণ পেল সেটাই যেন অনেকের দৃষ্টিতে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার নির্নায়ক। এই কারনেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক প্রকৃয়াটি বর্তমানে একটি বিনিময় প্রথায় রুপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলে থাকি যে বিবাহ হল কম-বেশি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার দ্বৈত সম্পর্ক যা মানুষের বংশ বিস্তারে বা সন্তান গ্রহণের পরও বজায় থাকে। কিন্তু এর বাস্তব রূপ কি এটাই? যাইহোক বিবাহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পণপ্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনার পূর্বে ইতিহাস ও নৃবিঞ্জানের ধারায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রাচীনকালে পণপ্রথা বা দান প্রথা আদিম অর্থনিতীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সময়ে কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তখন বিভিন্ন সমাজে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। বিয়েতে কণ্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব দানের রীতি চালু ছিল। প্রাগঐতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজের রত্নালঙ্কার দাসদাসী, গরু, মহিষ,

হাতি, প্রভৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা, দেওয়াল, মদিনা এবং পুঁথিসাহিত্যে তার প্রমাণ মেলে।

Ram Ahuja তাঁর " Social problem in India "নামক গ্রন্থে "Dowry Death" সম্পর্কে বলেছেন "Dowry-death either by way of suicide by a harassed wife or murdur by the greedy husband and law have indeed become a cause of great concern for parents, legislators, police, courts and socity as a whole".

১.৩| গবেষণার উদ্দেশ্য (Aims and objectives of the study)

এই অধ্যয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য হল কারণ, পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা, মূল্যায়ন করা অতীত এবং বর্তমান সময়। অধ্যয়ন এলাকায় যৌতুক প্রথা কিভাবে অনুসরণ করা হয়। উপরন্তু গবেষক পরিবর্তন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করা বা খুঁজে পাওয়া, যদিও প্রতিটি গবেষণার রয়েছে নিজস্ব বিশেষ উদ্দেশ্য, তবুও আমরা গবেষণার কতকগুলো উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। গবেষণার এইরূপ কিছু উদ্দেশ্য হলো :——

a.একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞ্যান অর্জন করা বা বিষয়ের মধ্যেকার নতুন দর্শন লাভ করা। যা অনুসন্ধানমূলক গবেষণার সমীক্ষা হিসেবে পরিচিত।

b.একটি বিশেষকারী, অবস্থা অথবা একটি ব্যবহারকারীর বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে বর্ণনামূলক গবেষণার সমীক্ষা হিসেবে পরিচিত।

c.কোন কিছু বারবার ঘটা; নতুবাকে বারবার ঘটাতে যা কিছু করেছে তা নিরূপণ করা। যা নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণার (ডায়াগনস্টিক গবেষণা) সমীক্ষা হিসেবে পরিচিত।

d. কতগুলো চলকের মধ্যকার অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক সম্পর্কে একটি অনুমান বা কল্পনা করা যা অনুমান বা কল্পনা করা। যা গবেষণার সমীক্ষা হিসেবে পরিচিত।

১.৪| গবেষণার পদ্ধতি(Research Methodology)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী সামান্যিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দগন করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এবছর ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে,আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দগন সমস্ত বিধি সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের পূর্বে সংলগ্ন স্থানটিতে পরিদর্শন করে। এখন সকল সমাজতাত্ত্বিক বিদ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গুলিকে মাথায় রেখে এ বছর অর্থাৎ 2023 সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর থগ্রামটিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় আমাদের বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ নিম্নে উল্লেখিত অঞ্চলটিতে মোট অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে pailot Survey করেছিলেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা করা দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা দেব, সে বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ একটি অনলাইন মিটিংয়ের আয়োজন করেছিলেন। সেই মিটিংয়ে আমাদের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা নির্দেশ

দিয়েছিলেন যে ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলটিকে কিভাবে এবং কি ধরনের আচরণ আমরা উত্তরদাতার সঙ্গে করব। শুধু তাই নয় গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য Reserch Methodology অর্থাৎ গবেষণা লব্ধটির সম্পর্কে আমাদের বিশদে জানানো হয়েছে।

এরপর ২০২৩ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল 9:30 নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্রসমীকার কাজ করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

অবশেষে আমরা দুপুর 12 নাগাদ সেখানে পৌঁছাই। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌছানোর পর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে সবাই Room-এ চলে যাই।

এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটি মূলত দুই ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের তথ্য হলো—

i) প্রাথমিক তথ্য(PrimaryData)

ii) গৌণ তথ্য(Secondery Data)

গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামের একটি বে-সরকারি বিদ্যালয়ের আবাসিক Room- এ 11-14 তারিখ পর্যন্ত থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি শীর্ষক বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেই গুলি হল— প্রশ্নমালা (Questionnaire), তালিকা (Schedule), পর্যবেক্ষণ (Observation), জীবনবৃত্তি (Case study), সাক্ষাকারপদ্ধতি (Interview),

এছাড়াও আমরা Case study সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নমুনাচয়ন (Sampling) নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়েছে। সমাজতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়নের অনেকগুলি ভাগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এক্ষেত্রে আমরা পারস্পরিক Sampling নামক পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি। আবার পক্ষান্তরে আমরা এটাও জানি যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অনেক ভাগ রয়েছে কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা Participant Observations নামক পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি।

এছাড়াও এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা গৌণ তথ্য বা Secondery Data এর সাহায্য নিয়েছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎস গুলি হল বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা,জার্নাল, পেপার-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরী, বিভিন্ন বক্তৃতা, ইন্টারনেট ওয়েবসাইট, ইউটিউব লেকচার, এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ।

সুতরাং এক কথায় এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ রূপ দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৫। অসুবিধা(Limitations)

পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে অবস্থিত হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের DSE-4 Paper এ এই Disertation বা Data Collection- এর অধ্যায়টি আছে। তাই শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে এই সেমিস্টারে থাকা সমস্ত ছাত্র- ছাত্রীদের সঙ্গে আমি একটি গবেষণামূলক কার্য সম্পাদন করতে গিয়েছিলাম; সেটির সময়সীমা ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সেটি ছিল একটি ছোট গ্রাম, যার নাম মুরাদপুর, এই মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এই গ্রামে অর্থাৎ মুরাদপুরে যাওয়ার প্রধান কারণ ও উদ্দেশ্য হল আমি যে প্রশ্ন মালাটি তৈরি করেছিলাম তার উত্তর সংগ্রহ করতে, কিছু কিছু বাড়ি থেকে। এবং সেই প্রশ্নমালাটি তৈরি করি আমার বিষয় পণপ্রথার ওপরে।

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হলো পণপ্রথা যা সমাজে একটি জ্বলন্ত বিষয়। এই পণপ্রথা গবেষণা করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। এই সমস্যা বা অসুবিধা গুলি হল—

i) একটি বাড়িতে মানুষজন থাকা সত্ত্বেও সেই বাড়িতে রাজি হননি, আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করতে।

ii) আর একটি বাড়িতে আমাদের দেখেই বাড়ির ভিতরে চলে যান এবং আমরা যখন সেই বাড়িতে কাউকে ডাকলাম, কেউ আমাদের সাহায্য করলেন না বাইরে এসে।

iii) আর অন্য একটি পরিবারে বা বাড়িতে গেলে আমরা যখন বলি কেউ আছেন, তখন তারা বাইরে এলেন এবং আমাদের প্রশ্ন শুনেই ওনারা উত্তর দেবেন না বলে চলে গেলেন।

iv) আবার কিছু বাড়িতে উত্তর দিতে রাজি হওয়ায়, আমি আমার প্রশ্ন করা শুরু করি। প্রথমে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত কেউ বলে জানেন আবার কেউ বা বলে জানে না। যারা জানে না বলেছেন তাদের আমি প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করলাম দেখলাম যে তারা পণপ্রথা সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত।

এইরকম নানা সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্য গুলির বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হলো

(Analysis of Data)

ভূমিকা (Introduction)

আমাদের গবেষণার জন্য আমাদের একটি ছোট্ট গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটিই হল মুরাদপুর। মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। 2009 সালের পরিসংখ্যান অনুসারে দিবাকর পুর হল মুরাদপুর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত। এই মুরাদপুরের মোট জনসংখ্যা হল প্রায় 3753 জন। তমলুক এবং চন্ডিপুর যথাক্রমে মুরাদপুর গ্রামের জেলা ও উপজেলা সদর সমস্ত বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তমলুক মুরাদপুরের নিকটতম শহর, যা প্রায় 10 কিঃমি দূরে অবস্থিত।

মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এই মুরাদপুর গ্রামের পিন কোড হল 721625 এই গ্রাম থেকে আমরা আমাদের গবেষণার তথ্য গুলি সংগ্রহ করেছি। এবার এই প্রাপ্ত তথ্য গুলির বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে----

গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়টিতে একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে যে সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সেগুলি হল-----

সারনী-1

উরদাতাদের সংখ্যা ও জনসংখ্যা

উরদাতাদের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
110	557

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের যে অংশটির ওপরে আমি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলাম, সেই অংশটি 110 জন মানুষকে প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে যে ওই অঞ্চলটিতে মোট 557 জন মানুষ বসবাস করে।

সারনী-2

উত্তরদাতার বয়স

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
15-25	15	13.64%
26-36	21	19.09%
37-47	34	30.91%
48-58	25	22.72%
59+	15	13.64%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

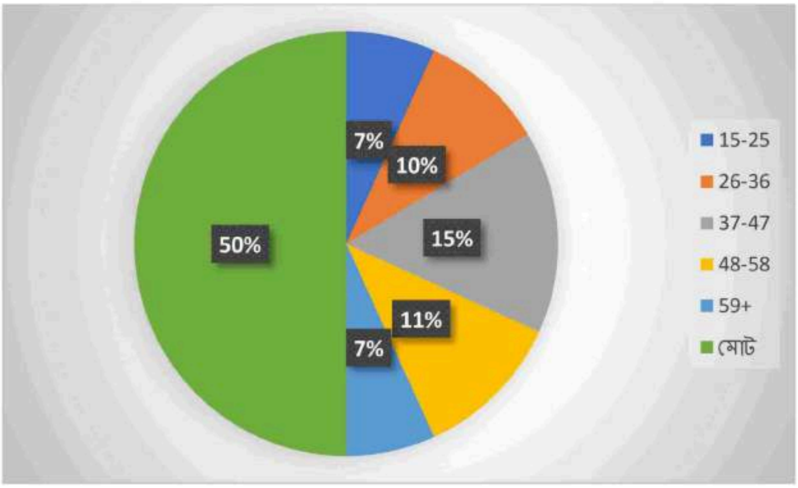

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বয়সের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন উত্তরদাতাদের মধ্যে 15-25 উত্তরদাতার সংখ্যা হল 15(13.64%) জন, 26-36 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 21 (19.09%) জন, 37-47 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তর দাতার সংখ্যা হল34 (30.91%) জন, 48-58 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 25 (22.73%) জন, 59+উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল15 (13.64%) জন, এবং মোট 110 জনের 100%।

সারনী-3

উত্তরদাতার জাতি

জাতি	সংখ্যা	শতকরা হার
SC	5	4.55%
ST	4	3.63%
OBC	2	1.82%
GEN	99	90%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

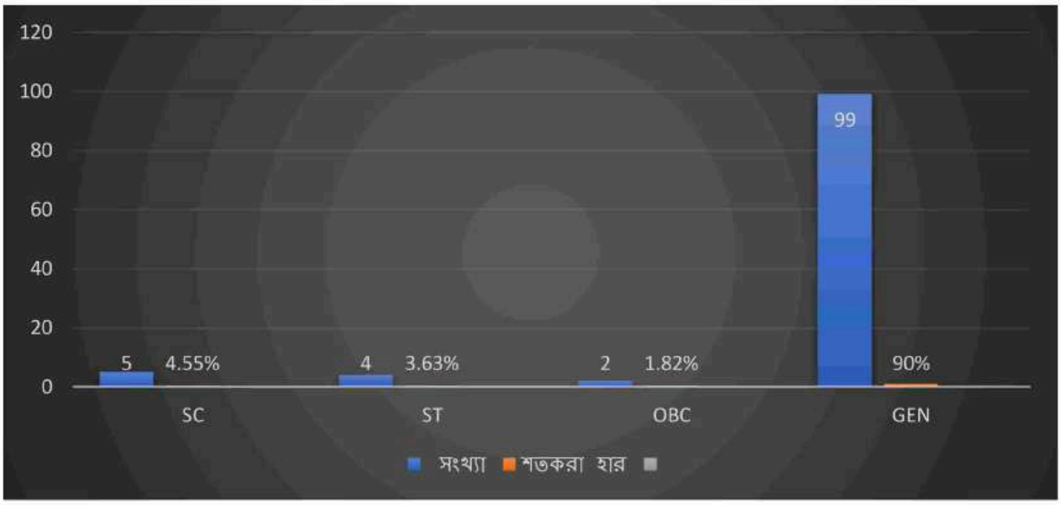

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার জাতির ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে SC উত্তরদাতার সংখ্যা হল 5(4.55%) জন, ST উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 4 (3.64%) জন, OBC উত্তরদাতার মধ্যে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 2 (1.82%) জন, এবং GENERAL উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 99 (90%) জন, এগুলি উপরিউক্ত সারণী থেকে কিছু তথ্য; যেগুলি আমরা চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে নেওয়া।

সারনী-4

উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	সংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	100	90.91%
মুসলিম	10	9.09%
অন্যান্য	0	0%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

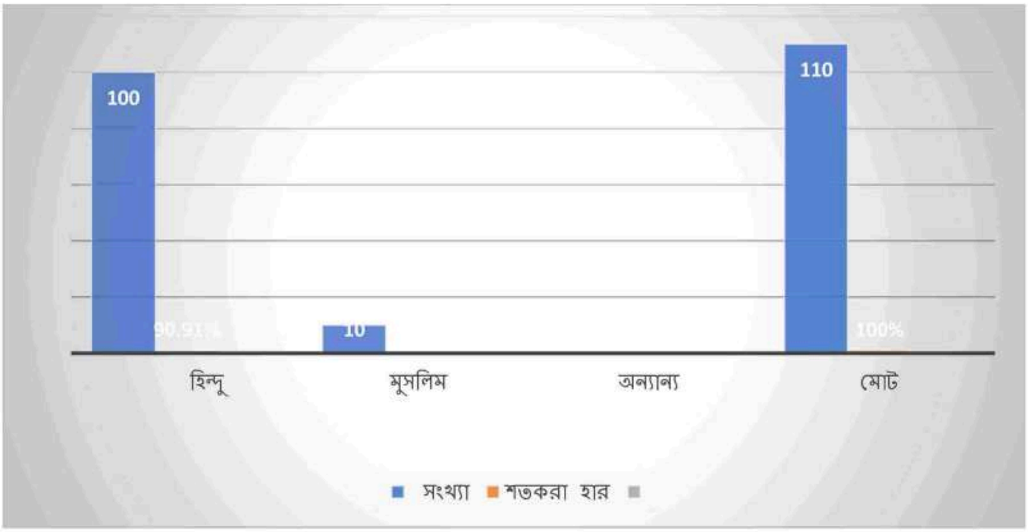

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার ধর্মের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো110জন।উত্তরদাতাদের মধ্যে হিন্দু উত্তরদাতার সংখ্যা হল 100(90.90%) জন, মুসলিম উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 10(9.09%) জন, অন্যান্য উত্তর দাতার সংখ্যা উপরিউক্ত সারণীতে নেই।

সারনী-5

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
চাকরি	15	13.64%
কৃষিকাজ	42	38.18%
দিনমজুর	20	18.18%
ব্যাবসা	16	14.55%
অন্যান্য	17	15.45%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

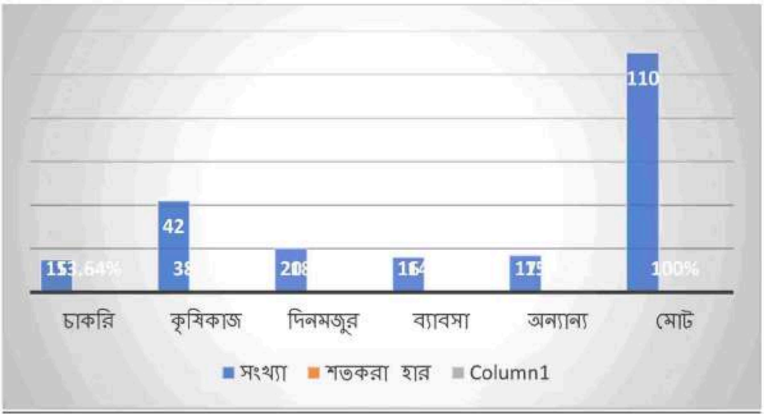

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার পেসার ক্ষেত্রে মোট(N) হল 110 জন এর মধ্যে চাকরি উত্তরদাতার সংখ্যা হলো ১৫ (13.64%)জন কৃষিকাজ উত্তরদাতার সংখ্যা হল 42(38.18%) জন দিনমজুর উত্তরদাতা সংখ্যা হল 20(18.18%) জন ব্যবসা উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১৬(14.55%) জন অন্যান্য উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১৭(15.45%) জন|

সারনী-6

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জন	সংখ্যা	শতকরা হার
40- এর নিচে	23	20.91%
40 ,000-60 ,000	28	25.45%
61 ,000-81 ,000	07	6.36%
82 ,000-1,00,000	27	24.55%
1,00,000- এর উপরে	25	22.73%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

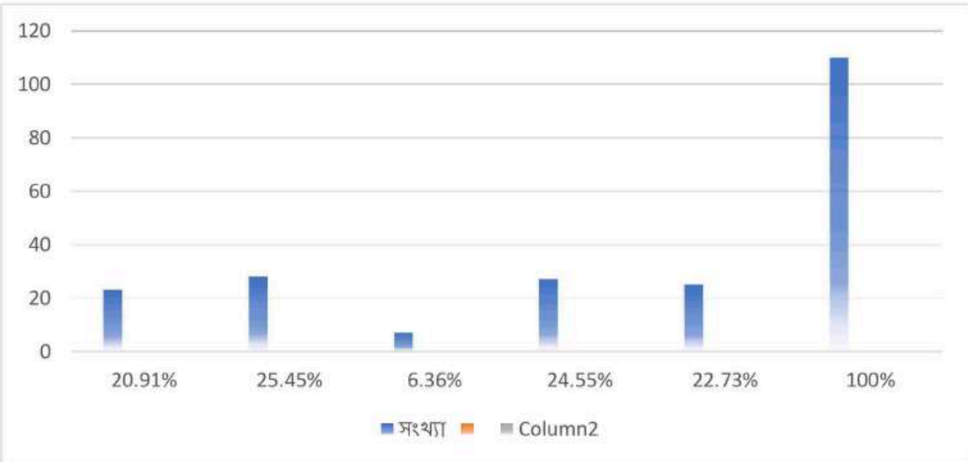

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তর উপার্জনের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন।এর মধ্যে 40 এর নিচে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 23(20.91%) জন, 40,000 - 60,000 উত্তরদাতার সংখ্যা হল 28 (25.45%)জন, 61000 - 81000 উত্তর দাতার সংখ্যা হল 7(6.36%) জন, 42000-100000 উত্তর উত্তর দাতার সংখ্যা হল 25(22.73%)জন। দাতার সংখ্যা হল27(24.55%) জন, 100000- এর উপরে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 25(22.73%)জন|

<u>সারনী-7</u>

উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
কাঁচা	36	32.73%
পাকা	70	63.63%
সেমি পাকা	4	3.64%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

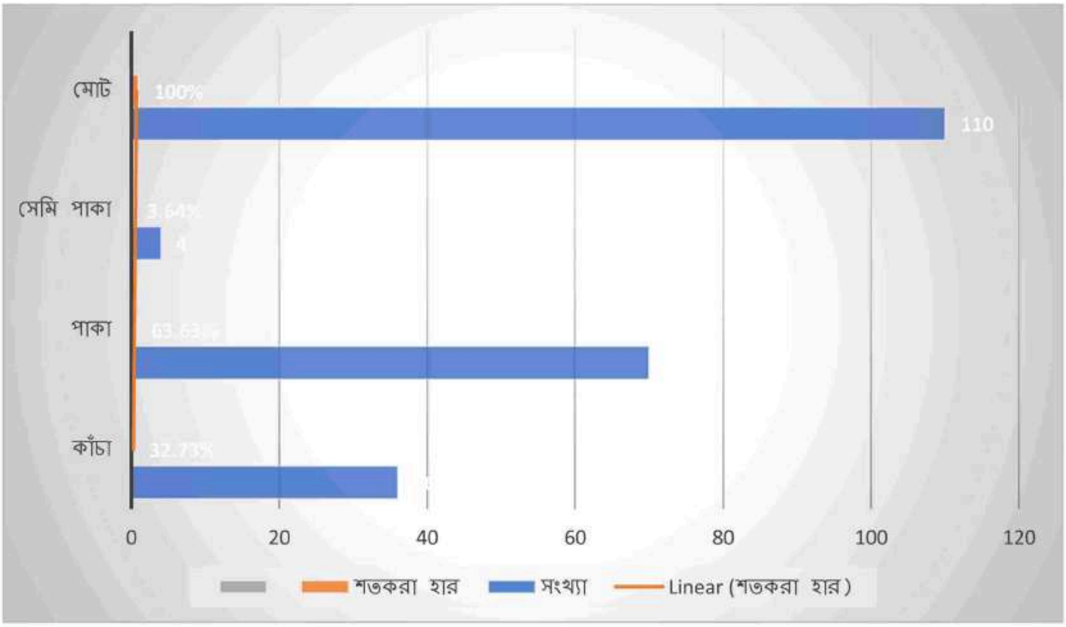

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বাড়ির ধরণের ক্ষেত্রে মোট (N)হল 110 জন।এর মধ্যে কাঁচা বাড়ি উত্তরদাতার সংখ্যা হল 36(32.73%)জন, পাকা বাড়ি উত্তরদাতা সংখ্যাগুলো 70(63.63%) জন, সেমি পাকা বাড়ির সংখ্যা হল 4(3.64%) জন|

সারনী-৪

উত্তরদাতার পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
একক	65	59.09%
যৌথ	45	40.91%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

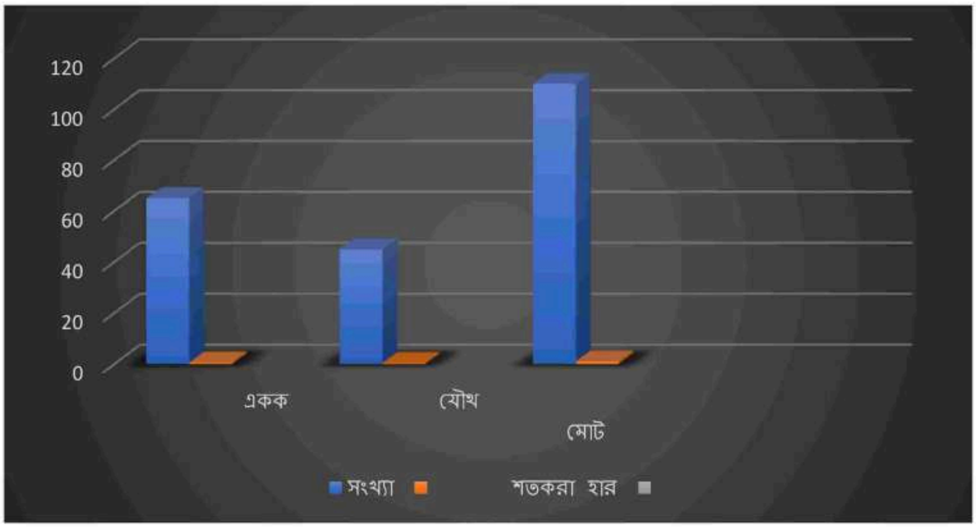

উপরিউক্ত সরণিতে উত্তরদাতার পরিবারের ধরণের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন । এর মধ্যে একক পরিবার উত্তর দত্তর সংখ্যা হল 65(59.09%) জন, যৌথ পরিবার উত্তর দাতার সংখ্যা হল45(40.91%) জন। এগুলি উপরিউক্ত সারণী থেকে কিছু তথ্য; যেগুলি আমরা চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে নেওয়া।

সারনী-9

উত্তরদাতার শিক্ষা

শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা হার
Illiterate	11	10%
I - V	30	27.27%
V- XI	45	40.90%
XI-XII	15	13.64%
BA+	9	8.19%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

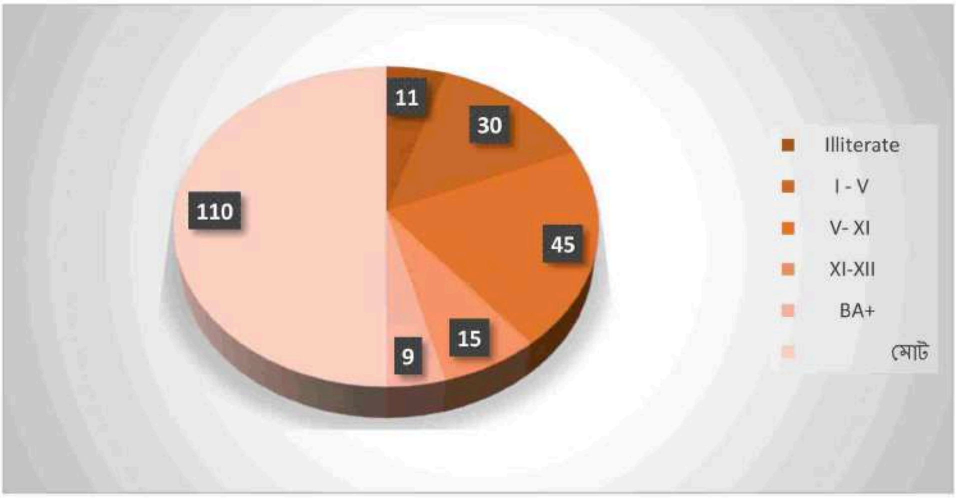

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতা শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। এর মধ্যে Illiterate উত্তরদাতা সংখ্যা হল 11(10%)জন, i - V উত্তর দাতার সংখ্যা হল 30(27.27%) জন, V- XI উত্তর দাতার সংখ্যা হল 45(40.90%) জন, XI-XII উত্তর দাতার সংখ্যা হল 15(13.64%) জন, BA+উত্তর দাতার সংখ্যা হল 9(8.19%) জন|

সারনী-10

উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশল

যৌতুকের উপকৌশল	সংখ্যা	শতকরা হার
গয়না	13	11.82%
আসবাবপত্র	19	17.27%
যানবাহন	0	0%
নগদ টাকা	32	29.09%
গৃহ পালিত পশু	0	0%
কিছু না নেওয়া	46	41.82%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশলের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন উত্তরদাতার মধ্যে গয়না নিয়েছেন 13(11.82%) জন, আসবাবপত্র নিয়েছেন 19(17.27%) জন, যানবহন নিয়েছেন 0(0%)জন, নগদ টাকা নিয়েছেন 32(29.09%) জন, গৃহপালিত পশু নিয়েছেন 0(0%)জন, আর যারা কিছুই নেয়নি তারা হলেন 46(41.82%) জন।

<u>**সারনী-11**</u>

উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
11-15	14	12.73%
16-20	61	55.45%
21-25	16	14.55%
25এর উর্ধ্বে	16	14.55%
অবিবাহিত	3	2.72%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

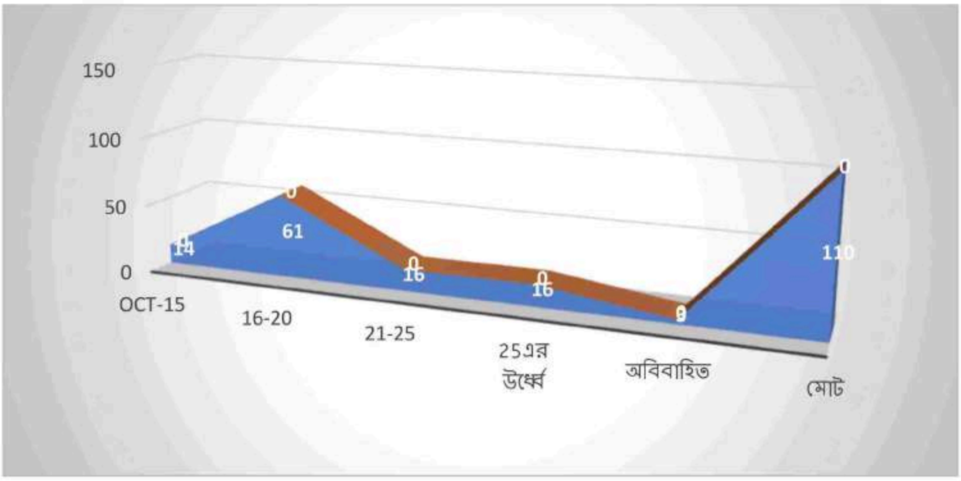

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে 11-15 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 14(12.73%) জন, 16-20 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা 61(55.45%) জন, 21-25 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 16(14.55%)জন,25- এর উর্ধ্বে বয়সই যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 16(14.55%)জন,এবং অবিবাহিতের সংখ্যা হল 3(2.72%) জন|

উপসংহার(Conclusion)

গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়টিতে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমি এ কথা বলতে পারি যে সমীক্ষিত গ্রামটিতে উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা, বয়স, জাতি, ধর্ম, পেশা, উপার্জন, বাড়িধরন, পরিবারেধরন, শিক্ষা, যৌতুকের উপকৌশল, বিবাহের বয়স, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি ।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবন বৃত্তি(Case Study)

ভূমিকা:-

এই অধ্যায়ে আমি মুরাদপুর গ্রাম থেকে করা সমীক্ষাটিতে; যে প্রশ্নগুলো ছিল, আমি সেই প্রশ্নগুলির উত্তর যে যে উদারদাতার কাছ থেকে পেয়েছি সেই উত্তরদাতাদের জীবনবৃত্তি নিম্নে আলোচনা করলাম।

গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়টিতে একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে যে সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সেগুলি হল ——

Case Study-1
Case Study-2
Case Study-3
Case Study-4
Case Study-5
Case Study-6
Case Study-7
Case Study-8
Case Study-9
Case Study-10

Case Study-1

Name - Susila Ghorai

Age - 36

Sex - Female

Education - V

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - House wife

Annual Income In Family - 90,000 /-

সুশীলা ঘোড়াই নামক মহিলাটির বাড়িতে আমি পণপ্রথা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে উনার যা কাহিনী শুনেছি, তা যথাসম্ভব আমি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম৷এই সুশীলা ঘোরাইয়ের পরিবারের ধরন হলো একক পরিবার ওনার বাড়িতে সুশীলা ঘোরাই এবং তার স্বামী ও এক ছেলে মেয়েকে নিয়ে তার একক পরিবার তার বাড়িতে থাকা মোট সদস্য সংখ্যা হল চার জন 2002 সালে তার বিয়ে হয়েছিল 16 বছর বয়সে এবং তার স্বামীর বয়স ছিল তখন 19 বছর এবার আসি পণপ্রথা সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে উনার মতে পণপ্রথা সম্পর্কে উনি অবগত ঠিকই কিন্তু তার বিয়েতে কোন পণ দিতে হয়নি কারণ তিনি তার শ্বশুরবাড়ি হোক বা বাবার বাড়ি৷ তারা কেউইএই পণপ্রথাতে বিশ্বাস করেন না তারা সবাই এই প্রথার ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন তাই বিয়ের পর ফোনের জন্য তাকে কোনরকম অত্যাচারিত হতে হয়নি। এবং কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি৷তিনি আবার এও বলেন বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে এই প্রথাকে সমর্থন করেন না এবং এই প্রথা কোনো কোনো পরিবারের আর্থিক দিক থেকে সংকট দেখা

দেয়।তিনি এতকিছু কথা বললেন! যখন আমি প্রশ্ন করলাম যে আপনার তো মেয়ে আছে, তাহলে আপনার মেয়ের বিবাহের সময় আপনিই কি কোনোরকম পণ দেবেন?যদি দেন তাহলে কেন? উত্তরে তিনি বললেন যে,'হ্যাঁ' দেব। কেননা আমার মেয়ে যেন কোন অত্যাচারের শিকার না হয়।তিনি আবার এও মনে করেন যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা,অশিক্ষা ইত্যাদি একমাত্র কারণ পণপ্রথা। এবং পণপ্রথা দূর করা যাবে এই বিষয়ে, সমাজকেএক হয়ে একদল গোষ্ঠী গঠন করে পনপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

Case Study-2

Name - Gouri Rani Giri

Age - 69

Sex - Female

Education - VII

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - House wife

Annual Income In Family - 2,00,000 /-

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হল পণপ্রথা। এই প্রথম সম্পর্কে জানতে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে প্রণপ্রথা নিয়ে আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি চন্ডিপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে গৌরী রাণি গিরি নামে এক মহিলার বাড়িতে পণপ্রথা বিষয় নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে তার পরিবারটি হল যৌথ পরিবার ওনার পরিবারে তিনি তার তার স্বামী ছেলে বৌমা ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে মোট সদস্য সংখ্যা হল ১২ জন,তার স্বামী হলেন প্রধানকর্তা।তার ১৭ বছর বয়সে এবং তার স্বামীর ২৬ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। আমি প্রশ্ন করলাম যে আপনার বিয়েতে কি কোনো পণ দিতে হয়েছিল?যদি হয় তা কি? উনি বললেন হ্যাঁ উনার বাবাকে উনার বিবাহের সময় পণ দিতে হয়েছিল। কোন হিসেবে ওনার বিবাহ নগর টাকা দিতে হয়েছিল।শ্বশুরবাড়িতে তার বিয়ের পর সম্পর্কে খুবই আছে বিয়ের পর অনেক জন্য তার ওপর কোনরকম অত্যাচার হয়নি। এই পনের কারণে ওনার বাবার বাড়িতেও তখন কোন রকম সমস্যা হয়নি তার মতে এই

পণপ্রথার জন্য দায়ী হয়ে থাকেন ছেলের বাবা-মা অর্থাৎ ছেলের পরিবার কারণ অনেক সময় ছেলের বাবা মনে করেন উনি ছেলেকে পড়াশোনা করে এত বড় করলেন তার ছেলে এত বড় কাজ করছে তাই মেয়ের বাবার উচিত মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় কিছু নগদ টাকা দেওয়া উচিত। গৌরী দেবীর মতে এটি সচেতনতার মাধ্যমে এটি দূর করা যাবে।

Case Study-3

Name – Jayashree Maiti

Age - 43

Sex - Female

Education - Secondery

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - Cloth business

Annual Income In Family - 1,20,000 /-

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হল পণপ্রথা এই পণপ্রথা সম্পর্কে জানতে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি।এই মুরাদপুর গ্রামে জয়শ্রী মাইতি নামে এক মহিলার বাড়িতে পণপ্রথা বিষয় ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি যে তার পরিবারটি হলো একক পরিবার৷তার স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে পরিবারের মোর সদস্য সংখ্যা হল 3জন। ওনার বাড়ীর প্রধান কর্তা হলেন তার স্বামী। ওনাদের 1994 সালে 19 বছর এবং তার স্বামী 23 বছর বয়সে বিবাহ হয়। তার স্বামী পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী। আমি প্রশ্ন করলাম আপনার বিয়েতে কি কোনো পণ দিতে হয়েছিল? যদি হয় তা কি? তিনি বললেন হ্যাঁ;তার বিবাহের সময় তার বাবাকে পণ দিতে হয়েছিল৷ পণ হিসাবে ওনার বিবাহে কিছু আসবাবপত্র দিতে হয়েছিল৷ তাই বিবাহের পর পণের জন্য তার ওপর কোনো রকম অত্যাচার হয়নি, এই পণের জন্য ওনার বাবার বাড়িতেও কোনোরকম সমস্যা হয়নি৷ ওনার মতে এই পণপ্রথা কোন কোন পরিবারের আর্থিক সংকটমোচন করে এবং এই

প্রথার কারণে যারা পণ দিতে পারছে না এর ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। আবার এও বলেন যে বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি এই প্রথাকে সমর্থন করেন না বরং পণ দিলে মেয়েরা শশুর বাড়িতে কম মর্যাদার অধিকারী হয়। তিনি বললেন, আমার মেয়ে নেই, আমার মেয়ে থাকলে আমি পণ না দিয়েই আমার কন্যা সন্তানের বিবাহ দিতাম তার মতে এই পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়,এটি একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ, এবং অশিক্ষাই একমাত্র কারণ এই পণপ্রথার। এটি দূর করতে গেলে সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে এবং সমাজ কে আরও সচেতন হতে হবে।সবশেষে তিনি এও বলেন যে, আমি আমার ছেলের বিবাহ দেওয়ার সময় আমি মেয়ের বাড়ি থেকে কোনো যৌতুক বা পণ হিসেবে না নগদ টাকা,না আসবাব পত্র, না সোনার গয়না আমরা কিছুই নেব না। মেয়ের পরিবারের সদস্যরা মেয়েকে বিয়ে তে যতটুকু দিতে চান আমি বা আমার পরিবার তাতেই খুশি।

Case Study-4

Name - Anupama Das Adhikari

Age - 22

Sex - Female

Education - Higher Secondery

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - House wife

Annual Income In Family - 96,000 /-

আমাদের এই ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হল পণপ্রথা, এটি একটি জলন্ত বিষয়। এই পনপথা সম্পর্কে জানতে আমরা পূর্বমেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে এটির সম্পর্কে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। এই গ্রামের বাসিন্দা অনুপনা দাস অধিকারী নামের একটি মহিলার বাড়িতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে ওণার পরিারের মোট সদস্য সংখ্যা 5 জন অর্থাৎ একক পরিবার। তাঁর স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও এক বছরের একটি কন্য সন্তান নিয়েই ওনার পরিবার। ওনার পরিবারের প্রধান কর্তা হলেন ওনার স্বামী রণজিৎ দাস অধিফারী। তিনি পেশায় একজন কৃষক। তাঁর 2019 সালে 19 বছর এবং ওনার স্বামী ২৬ বছর বয়সে বিবাহ হয়। আমি পশ্ন করলাম আপনি কি পনপ্রথা সম্পর্কে অবগত? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমার বিয়েতে পণ হিসেবে কিছু জিনিসপত্র ও সোনার গয়না দিতে হয়েছিল এবং বিয়ের পর পণের জন্য আমাকে কোনো অত্যাচারিত হতে হয়নি। তাঁর মতে ছেলের মা-বাবারা হলেন এই পণপ্রথার জন্য দায়ী। তিনি আবার এও বলেন যে ওনার মেয়ের

21 বছর বয়সে বিবাহ দেবেন পণ দিয়েই। কারণ উনি চান না ওনার মেয়েকে যাতে শ্বশুর বাড়িতে কোনো অত্যাচারিত, অসম্মানিত বা কোনো কটু কথা শুনতে না হয়।তাই কিছু সচেতনতা অবলম্বন করে একক হয়ে জনমত গঠনের মাধ্যমে পণপ্রথা দূর করা যাবে।

Case Study-5

Name - Sangita Das

Age - 26

Sex – Female

Education - IX

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - House wife

Annual Income In Family - 44,000 /-

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হলো পণপ্রথা ।এই পণপ্রথা সম্পর্কে জানতে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি। এই গ্রামের বাসিন্দা সঙ্গীতা দাস নামের একটি মহিলার বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি যে তাঁর পরিবার একটি একক পরিবার ,তিনি,তাঁর স্বামী,ছেলেও শ্বশুর-শ্বাশুড়ি নিয়ে মোট 5 জন সদস্য সংখ্যা। ওনার বাড়ির প্রধান কর্তা হলেন ওনার শ্বশুর মশাই, তাঁর স্বামী পেশায় একজন ভেনচালক। 2016 সালে19 বছর এবং ওনার স্বামীর 26 বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল। আমি যখন প্রশ্ন করলাম যে আপনি কি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত? উনি বললেন যে," হ্যাঁ জানি কারণ আমার নিজের বিবাহে পণ হিসাবে তো কিছু নগদ টাকা দিতে হয়েছিল। এই পণের জন্য আমার ওপর না হয়েছে কোনো অত্যাচার, না হয়েছে বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা।" উনি আবার এও বলেন যে, আমার মেয়ে নেই মেয়ে থাকলে আমি পণ ছাড়াই মেয়ের বিবাহ দিতাম। কিন্তু এটি রোধ করা যাবে সমাজ সচেতন এর মাধ্যমে ,বরং যতটা তাড়াতাড়ি হয় সরকারের এই

পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।সবশেষে তিনি এও বলেন যে, আমি আমার ছেলের বিবাহ দেওয়ার সময় আমি মেয়ের বাড়ি থেকে কোনো যৌতুক বা পণ হিসেবে না নগদ টাকা,না আসবাব পত্র, না সোনার গয়না আমরা কিছুই নেব না। মেয়ের পরিবারের সদস্যরা মেয়েকে বিয়ে তে যতটুকু দিতে চান আমি বা আমার পরিবার তাতেই খুশি।

Case Study-6

Name – Manoj Kumar Maity.

Age - 63

Sex - Male

Education - IX

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - Tacking care of the temple

(Retired Contractor)

Annual Income In Family - 30,000 /-

আমাদের এই ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হলো পণপ্রথা ।এই পণপ্রথা সম্পর্কে জানতে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি।এই গ্রামের বাসিন্দা মনোজ কুমার মাইতি নামের একটি ব্যক্তির বাড়িতে আমি ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম ।তিনি পেশায় একজন Contactor ছিলেন এখন Retired করেছেন ।এখন একটি মন্দিরের দেখা শোনার কাজ করেন তিনি।1988 সালে 28 বছর এবং ওনার স্ত্রীর 20 বছর বয়সে বিবাহ হয় ।তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা 8 জন কিন্তু ওনারা 2 জন থাকেন মনোজ বাবু এবং উনার স্ত্রী।আর তার দুই ছেলে এবং বৌমারা বাইরে থাকেন তাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাই তাদের পরিবারকে তাঁরা একক পরিবার জানিয়েছেন ।ওনাকে পণপ্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই ওনার স্ত্রী বললেন,হ্যাঁ পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত ।কারণ ,আমার বিবাহের সময় পনহিসেবে নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়েছিল আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা।বিয়ের

হিসেবে নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়েছিল আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা।বিয়ের পর আমার ওপর ওনারা কোনো রকমের অত্যাচার করেনি বরং আমার বাবার বাড়িতে এই পণপ্রথা দেয়ার সময় আর্থিক দিক থেকে কিছু সমস্যা হয়েছিল। ওনার মতে পণপ্রথার জন্য দায়ী হয়ে থাকেন ছেলের পরিবার।তিনি বললেন এটি দূর করা যাবে একমাত্র সবাই যদি একজোট হয় তবে। মনোজ বাবু বলেন আমার মতে, ছেলের পরিবার যেরকম দায়ী তেমন সমাজও দায়ী। তাই এটি দূর করা যাবে একমাত্র সমাজ সচেতনতার মাধ্যমে।

Case Study-7

Name – Gouri Maity

Age - 65

Sex - Female

Education - VIII

Caste -General

Religion - Hindu

Ocupation - House wife

Annual Income In Family - 36,000 /-

সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হল প্রাণপ্রথা। সমাজের বেশ কিছু মানুষজন এই পণপ্রথাকে জ্বলন্ত বিষয় ও ঘৃণাযুক্ত অভিশাপ বলেছেন। এই পণপ্রথা সম্পর্কে জানতে আমরা সবাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি। এই গ্রামের বাসিন্দা গৌরী মাইতি নামের এক মহিলার বাড়িতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি যে উনার পরিবারটি হলো যৌথ পরিবার কিন্তু একতলা কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন তারা মাত্র দুজন। কেননা ওনাদের কোনো সন্তান নেই গৌরী দেবী এবং ওনার স্বামী অরবিন্দ বাবু দুজনই, অরবিন্দ বাবুর ভাইয়ের পরিবারের সাথে থাকতেন। ওনার ভাইয়ের পরিবারের সবাই বাইরে থাকেন। গৌরী দেবী বলেন,আমি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত কারণ বিয়ের সময় আমার বাবাকে পন হিসেবে নগদ 10,000 টাকা দিতে হয়েছিল। আমি বলব সরকারের যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি যেন এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারণ আমার বাবার পণ দিতে অসুবিধা না হলেও কোনো কোনো পরিবারের এটি আর্থিক দিক থেকে সংকটমোচন করে। এই পণপ্রথা পণপ্রথার জন্য দায়ী হয়ে থাকেন দুই পক্ষই

অর্থাৎ ছেলে পক্ষ এবং মেয়ে পক্ষ। দুজন যদি সচেতন থাকেন তবেই এই 'পণ নয়' বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করতে পারব। উনি আবার এও বলেন, ওনার কন্যা সন্তান থাকলে উনি কখনোই পন দিতেন না।

Case Study-8

Name – Tapasi Karan Maity

Age - 40

Sex - Female

Education - IX

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - Bird Busines

Annual Income In Family - 2,40,000 /-

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হলো পণপ্রথা। এই পণপ্রথা সম্পর্কে জানতে আমরা সবাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে একটি সমীক্ষা করেছি। এই গ্রামের বাসিন্দা তাপসী করণ মাইতি নামের একটি ব্যাক্তির বাড়িতে সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি যে, ওনার পরিবার একটি একক পরিবার। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা 4 জন। ওনাদের পাখির এবং মুরগির ব্যবসা আছে। 2003 সালে 19 বছর এবং ওনার স্বামীর 25 বছর বয়সে বিবাহ হয়। ওনার পরিবারের তাপসী দেবী এবং ওনার স্বামী ,ছেলে ও শাশুড়ি থাকেন ।ওনাকে প্রশ্ন করলাম যে আপনি কি পণ প্রথা সম্পর্কে অবগত? উনি বললেন হ্যাঁ, আমার বিয়েতে পণ হিসেবে দিতে হয়েছিল নগদ টাকা ও কিছু জিনিসপত্র এই পণের জন্য বিয়ের পর আমার উপর কোন রকম অত্যাচার হয়নি এবং আমার বাবার বাড়িতে কোনো রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি আবার এও বলেন যে, এই পণপ্রথার জন্য দায়ী হয়ে থাকে সমাজ ।আমার মেয়ে নেই ,মেয়ে থাকলে আমি কখনোই পণ দিয়ে বিবাহ দিতাম না। আমি মনে করি অতিরিক্ত অশিক্ষাই পণপ্রথার একমাত্র কারণ ।এটি দূর করা যাবে সচেতনতার

মাধ্যমে অথবা সবাই একজোট হয়ে জনমত গঠনের মাধ্যমে। সবশেষে তিনি এও বলেন যে, আমি আমার ছেলের বিবাহ দেওয়ার সময় আমি মেয়ের বাড়ি থেকে কোনো যৌতুক বা পণ হিসেবে না নগদ টাকা,না আসবাব পত্র, না সোনার গয়না আমরা কিছুই নেব না। মেয়ের পরিবারের সদস্যরা মেয়েকে বিয়ে তে যতটুকু দিতে চান আমি বা আমার পরিবার তাতেই খুশি।

Case Study-9

Name – Manasi Das

Age - 46

Sex - Female

Education - VIII

Caste – Scheduled Caste

Religion – Hindu

Ocupation - Farmer

Annual Income In Family – 1,00,000 /-

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হল পণপ্রথা।এটির সম্পর্কে জানতে আমরা সবাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে একটি সমীক্ষা করেছি ।এই গ্রামের বাসিন্দা মানসী দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে একটি সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি যে ওনার পরিবার একটি একক পরিবার। ওনার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচজন স্বামী,ছেলে-মেয়ে ও শাশুড়িকে নিয়ে ওনার একটি ছোট্ট পরিবার। ওনার স্বামী দিলীপ দাস পেশায় একজন কৃষক। 1980 সালে ওনাদের যখন বিবাহ হয় তখন ওনার বয়স 22 এবং ওনার স্বামীর বয়স 28 বছর ।উনি অর্থাৎ মানসী দেবী পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।উনি বলেন আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমার বিয়ের সময় কোনো রকম পণ চান নি।তাই পণের জন্য আমার উপর কোন প্রকারের অত্যাচার হয়েছিল কিনা তা নিয়ে কোন প্রশ্নই নেই। শুধু আমার বাবা নিজের থেকে কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়েছিলেন তার জন্য আমার বাবার বাড়িতে ও কোন সমস্যা হয়নি।উনি আবার এও বলেন আমার কন্যা সন্তান আছে। আমি আমার

কন্যা সন্তানের বিবাহ দেব 25 বছর বয়সে কোনো রকম পণ ছাড়াই।কারণ আমরা কেউই এই পণপ্রথাকে সমর্থন করি না।তাই এই পণপ্রথার জন্য দায়ী হয়ে থাকে সমাজ ।এটি দূর করা যাবে যতক্ষণ না মানুষ নিজে থেকেই সচেতন হয়। সবশেষে তিনি এও বলেন যে, আমি আমার ছেলের বিবাহ দেওয়ার সময় আমি মেয়ের বাড়ি থেকে কোনো যৌতুক বা পণ হিসেবে না নগদ টাকা,না আসবাব পত্র, না সোনার গয়না আমরা কিছুই নেব না। মেয়ের পরিবারের সদস্যরা মেয়েকে বিয়ে তে যতটুকু দিতে চান আমি বা আমার পরিবার তাতেই খুশি।

Case Study-10

Name – Bimal Kumar Maity

Age - 83

Sex - Male

Education – Higher Secondery

Caste - General

Religion - Hindu

Ocupation - Teacher

Annual Income In Family – 6,00,000 /-

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হলো পণপ্রথা। এটির সম্পর্কে জানতে আমরা সবাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি।এই গ্রামের বাসিন্দা বিমল কুমার মাইতি নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি যে ওনার পরিবার একটি যৌথ পরিবার। বিমল বাবু, ওনার স্ত্রী, একজন ছেলে-বৌমাও দুই নাতি-নাতনি কে নিয়েই ওনার পরিবার।এছাড়াও ওনার এক মেয়ে ছিলেন এখন বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন। বিমল বাবু পেশায় একজন Teacher ছিলেন, এখন Retired করেছেন। 1962 সালে যখন ওনার বিবাহ হয় তখন ওনার বয়স ছিল 22 বছর এবং ওনার স্ত্রীর বয়স ছিল 17 বছর।ওনাকে পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত কিনা? প্রশ্ন করতেই উনি বললেন, হ্যাঁ পণপ্রথা সম্পর্কে আমি জানি। আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ি অর্থাৎ আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো রকমের পণ নেওয়া হয়নি।তাই পণ না নেওয়া হলে ও এই পণপ্রথা সম্পর্কে সবাই কিছু না কিছু অবগত আছেন। আমার মেয়ের বিয়ে আমি 22 বছর বয়সে কোনোরকমের পণ না দিয়েই বিবাহ

দিয়েছি। এই পণপ্রথাকে আমাদের পরিবার কেনো প্রায় অনেক পরিবার কোন মতেই সমর্থন করে না। এটি দূর করা উচিৎ জনমত গঠনের মাধ্যমে। আমার মতে সমাজ প্রত্যক্ষভাবে এই পণপ্রথার জন্য দায়ী হয়ে থাকে, কেননা এটি অনেক পরিবারের আর্থিক সংকটমোচনও করে।দারিদ্রতা এর একমাত্র কারণ। তাই আমি পণ দেওয়া বা নেওয়ার পক্ষে নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সারাংশ ও উপসংহার

এই অধ্যায়টিতে পুরো গতেষণালব্ধ পদ্ধতিটি ও উপসংহার এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ করতে চলেছি। এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটি মোট চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে করা হয়েছে। সেগুলি হল—

a) প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction)

b) দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of data obtained)

c) তৃতীয় অধ্যায়

জীবনবৃত্তি (Case Study)

d) চতুর্থ অধ্যায়

সারাংশ ও উপসংহার (Summary and Conclusion)

আর এই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্যগুলি কে লিপিবদ্ধ করলাম।

<u>প্রথম অধ্যায় –</u>

আমি একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে পণপ্রথা সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ের প্রথমে তার ভূমিকা আলোচনা করি এবং এটি একটি সামাজিক সমস্যা সেটিও তুলে ধরার চেষ্টা করি। তারপর সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা, সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদে, পণপ্রথার সংঙ্গা, পণপ্রথার ইতিহাস, পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য, বিষয় নির্বাচন, পুস্তক পর্যালোচনা, গবেষণার উদ্দেশ্যে, গবেষণার

পদ্ধতি, ইত্যাদি এইগুলো তুলে ধরি। এবং গবেষণা করতে গিয়ে যে যে সমস্যার বা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি তা আমি একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় অধ্যায় –

একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে পণপ্রথা সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে তার ভূমিকা আলোচনা করি এবং মুরাদপুর গ্রামে আমরা যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম সেখানে আমরা দশটি schedule তৈরি করেছিলাম। সেই schedule-এ সর্বমোট 43 টি Question ছিল । সেই গবেষণামূলক প্রশ্ন গুলোর উত্তরদাতাকে করার সময় আমরা যে উত্তরগুলো সংগ্রহ করেছি সেই উত্তরগুলোকে আমরা এখানে মোট 11 টি শ্রেণীতে তৈরি করেছি এবং ঘর করে তার লেখচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি ।এই 11 টি সারণির নাম হল... উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা, উত্তরদাতার বয়স, উত্তরদাতার জাতি, উত্তরদাতার ধর্ম, উত্তরদাতার পেশা, উত্তরদাতার বাড়ির ধরন, উত্তরদাতার পরিবারের ধরন, উত্তরদাতার শিক্ষা, উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশল, উত্তরদাতার বিবাহের বয়স ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায় -

একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে পণপ্রথা সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায় আমি মুরাদপুর গ্রামে যেসব উত্তরদাতাদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করেছি তাদের প্রত্যেকেরই জীবন বৃত্তি নিয়ে আমি এই অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আমি সর্বমোট 10টি পরিবারের জীবন বৃত্তি এখানে তুলে ধরেছি। 11ই ফেব্রুয়ারি থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উত্তরদাতাদের জীবন সম্পর্কে

আমি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি।যাকে এই Dissertation-এর ভাষায় বলা হয় Case Study বা জীবন বৃত্তি সবারই যে একই রকম জীবনবৃত্তিই হবে এটা কিন্তু নয়, প্রত্যেকের জীবন বৃত্তি আলাদা।

উপসংহারে আমি একজন গবেষক হিসেবে বলতে পারি যে পণপ্রথার এই সমস্ত বিষয়গুলির ওপর আমরা যে আলোকপাত করেছি তার মধ্যে অন্যতম হলো পণপ্রথার কারণ ও ফলাফল।

আমাদের সমাজে অনেক বাবা মায়েরাই এখন কন্যার বিয়েতে পাত্রে যৌতুক দাবি মেটাতে বাধ্য হচ্ছেন অথবা যৌতুক প্রদানে অঙ্গীকার বদ্ধ হচ্ছেন। কোনো পরিবার কখনো এই অঙ্গীকার পূরণ করতে পারছেন আবার কোনো পরিবার আর্থিক সামর্থের অভাবে এই অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।এই ব্যর্থতা অনেক পরিবারের জন্য করুন পরিস্থিতি দেখে আনছে। এই যৌতুকপ্রথা এক বিরল সামাজিক সমস্যা,এক অভিষাপ, তথা দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

(A) ছেলেদের সারা জীবন বিয়ে না করে থাকাটা সমাজ যতটা অপছন্দ করে, তেমনি মেয়েদের বিয়ে না করে থাকাটা তার চেয়ে অনেক বেশি অপছন্দের সমাজের চোখে। ছেলে ও মেয়েদের প্রতি এই রূপ বৈষম্য মূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কন্যার পিতা-মাতা নিজেদেরকে কন্যাদায়গ্রস্ত মনে করেন এবং কন্যাকে যৌতুক সহ পাত্রস্থ করতে পারলে যেন স্বস্তি পান। অথচ অনেকেই যৌতুক দাবি মেটাতে আর্থিক সামর্থ্য রাখেন না। কারণ সবার তো আর আর্থিক সামর্থ্য সমান হয় না।তাই যে পরিবার পণ দিতে পারেন না তাদের প্রায়ই দেখা গেছে কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(B) যৌতুক প্রদান বা পণপ্রথার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো

সমাজে নারীদের শিক্ষার এবং কর্মসংস্থানের অভাবে। অর্থাৎ দেখা যাবে যে আমাদের সমাজে শিক্ষিত ও চাকরিজীবী কন্যার পিতা-মাতার কাছে খুব কম ক্ষেত্রে কোনো পাত্র বা পাত্রের বাবা-মা যৌতুকের অর্থাৎ পণের দাবি করছে।কিন্তু বা আবার কোথাও কখনো অশিক্ষিত ,স্বল্প শিক্ষিত এবং চাকরিজীবী নয় এমন পাত্রী থাকে তখন তাঁর পরিবার কে বেশি ক্ষেত্রে যৌতুক বা পণের দাবি মেটাতে হয় পাত্রের বাড়ির পরিবারের কাছে।

(C) আমরা প্রায় সবাই শুনে থাকি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার কথা অথচ পুত্রদায়গ্রস্ত পিতা মাতার কথা কখনো শুনেছি কি? না শুনিনি। কেন শুনিনি বললে বলতে পারি যে কন্যা সন্তানকে বয়স প্রাপ্তির পর যথা সময়ের মধ্যে সুপাএস্ত করা হোক কন্যার বাবা-মার কাছে এটাই হল সমাজের প্রথম মত বা প্রথম দাবি।এই দাবির মধ্যে যে যৌতিকতা নেই এমন নয়, কন্যাদায়গ্রস্ত সমস্ত পিতা-মাতাই সমাজের এই দাবি পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।তথাপি কেউবা সহজেই পারেন কেউবা আবার সহজে পারেন না। সহজে পারেন না কারণ,বিভিন্ন রকম সমস্যার কারণ থাকে। সেগুলি হল—আর্থিক সমস্যা,বিবাহের বয়সসীমা জনিত সমস্যা, আমাদের সমাজে পুরুষদের বিবাহের বয়স সীমার তুলনায় মেয়েদের বিবাহের বয়সসীমা কম ।শহরে শিক্ষিত মেয়েদের বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে 16 থেকে 25 বা সপ্তাহে 27 বছরের মধ্যে এবং গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে যৌবনপ্রাপ্তির পর 18 থেকে 21 বছরের মধ্যে বিবাহ দিতে হয় সমাজ এটাই আশা করি ।

(D) পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রীর বংশ,পাত্রীর শিক্ষা এবং পাত্রী পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা ,পাত্রীর পরিবারের আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি পাত্রীর গুণের ওপরেও বিচার করা হয়।যেমন পাত্রীর গায়ের রং,চুল কেমন? ইত্যাদি

বিচার করা হয়৷ অপরদিকে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্য সব যেমন বংশ,শিক্ষা, আর্থিক সংহতি বিবেচনা করা হলেও পাত্রের গায়ের রং,চুল ,অন্যান্য কিছু বা দৈহিক অবস্থার উপরে কোনো গুণের বিচার করা হয় না ।তাই এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুকপ্রথার বা পণপ্রথার আরও একটি অন্যতম কারণ।

মূলত আমাদের দেশের সর্বোচ্চস্তরে মেয়েদের না দেখে সর্বনিম্নস্তরে মেয়েদের দেখা হয় ।কেননা সমাজে তাদের মর্যাদা অনেক কম এবং অবস্থান অনেকটা বেশিই দুর্বল, যে কারণে বিয়ের সময় যৌতুক প্রদানের বাধ্যবাধকতা সহ যত রকমের ত্যাগ স্বীকার, সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চনা, কষ্ট বা দুর্ভোগ ইত্যাদির ব্যাপার আছে তার সবকিছুই মেয়েদের জন্য নির্ধারিত।

অর্থাৎ আমরা যৌতুককে বা পণপ্রথাকে কে যে যেভাবেই যতটা পরিমাণে সমালোচনা করি না কেন এটা একটা সামাজিক প্রথা না হলেও এটি একটি নিয়ম বা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কেননা এখানকার সময়ে এটিকে কেউ পণপ্রথা না বললেও বা চাইলেও তাঁরা অর্থাৎ পাত্রের পরিবারের সদস্যরা বলেন যে, আপনারা আপনাদের মেয়েকে সাজিয়ে দেবেন আর কিছু নগদ টাকা দিয়ে দেবেন। তাই এর কুফল আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করছি। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এ সমস্যা থেকে সমাজকে রক্ষা করার উপায় কি জানেন?

প্রথমত,

যৌতুক সমস্যা সমাধানে একটি প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে যে পণপ্রথার দাবির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এবং এটি যে সমাজের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় কাজ সেটা সবাই কে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়ত,

যৌতুক সমস্যা নিঃসরণ করতে হলে মহিলা শিক্ষার প্রসার এবং মহিলা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। কারণ দেখা গিয়েছে যে কর্মজীবী কন্যার বাবা-মার কাছে তেমন যৌতুক দাবি করেন না ছেলের পরিবার। আমাদের সমাজে মহিলাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে আর যৌতুকের দাবি উঠবে না।

o

পরিশিষ্ট (Appendix)

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WG2+VMP, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.077304°
Long 87.901891°
Google

GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal 721625, India
Lat 22.077291°
Long 87.899832°

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH2+2JJ, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.076797°
Long 87.899849°

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE
হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
সমাজবিদ্যা বিভাগ
প্রশ্নতালিকা
বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
[Dowry as a Social Problem]

---

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

৪) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) জৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স হয়েছিল ?

➡

১৫) পনপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত : ১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরুপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পনের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫)আপনার মতে পনপ্রথা জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পনপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পনপ্রথা কোনো পারিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৮) পন দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মযাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১)হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পন দেবেন?

১)হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পনপ্রথা কি একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫)পনপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রাতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নাওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় পন নয় বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয় আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

সমিক্ষকের স্বাক্ষর

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (REFERENCES)

1. Ahuja,M,1996: ‘Windose’,New age, New Delhi.

2. Ahuja,R,1996: ‘Sociological Criminology’, New age, New Delhi.

3. Ahuja,R,1997: ‘Social Problem In India’,Rawat Publication, Joypur.

4. অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী:2018, ‘সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব’ ,চ্যাটার্জী পাবলিকেশন্স, কলকাতা ।

5. https://www.aponzonepatrika.com

6. https://www.myallgarbage.com

7. https://eisamay.com

8. https://www.bishleshon.com.

9. https://www.azharbdacadeny.com.

10. https://bnm.wikipedia.org>wiki